গান্ধী-ভাবনা : পুনর্বিবেচনা

সম্পাদনা :

রুদ্র প্রসাদ রায়

এভেনেল প্রেস

Gandhi Bhavna : Punarbibachana
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২১

@ গ্রন্থস্বত্ব : ড. রুদ্র প্রসাদ রায়

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ঃ
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোন পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন ডিস্ক, পেট পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙিঘত হলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-949068-9-6

এভেনেল প্রেসের, সুভাষ নগর, মেমারী, বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৬ থেকে অঞ্জন সাহা কতৃক প্রকাশিত এবং শরৎ ইম্প্রেশন্স প্রাঃ লিঃ, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : কম্পিউটার সেন্টার, শক্তিগড়

Email : avenel.india@gmail.com/avenelpress34@gmail.com
Website : www.avenelpress.com

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

গান্ধীজী ও রামরাজ্য ঃ একটি আদর্শ সমাজ

স্বরূপ রানা

আধুনিক ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অন্যতম বিচিত্র ও বর্ণময় চরিত্র হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সর্বোদয় , স্বরাজ, রামরাজ্য, পঞ্চায়েতি রাজ, অছি ভাবনা, গ্রাম পুনর্গঠন প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্তরে ও পরে ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১] মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 1869 সালে 2 রা অক্টোবর কাথিয়ার অঞ্চলের (যা সৌরাষ্ট্র নামে পরিচিত) অন্তর্গত রাজন্যশাসিত পৌরবন্দর রাজ্যের পৌরবন্দর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 1888 সালে 4 টা সেপ্টেম্বর মাত্র 19 বছর বয়সে আইন পাঠের উদ্দেশ্যে বোম্বাই বন্দর থেকে লন্ডনের দিকে গান্ধীর যাত্রা শুরু করেন। 1901 সালে ভারতে সাময়িক প্রত্যাবর্তন ও গোখলের কাছে রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ এবং 1902 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় পুনরায় গমন গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে যে কয়েকজন ভারতীয় মনীষী ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় লালিত পালিত হয়েও চিন্তা, চেতনা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বিকল্প রাষ্ট্রীয় ও পুর সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।[২]

পাশ্চাত্য ধাঁচকে পুরোপুরি অনুসরণ না করেও কিংবা পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল না হয়েও বর্তমানের দাবি নিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে তিনি রত হয়েছিলেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আধুনিক ভারতকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কঠোর সমালোচক গান্ধীজী বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। গান্ধীর বিবেচনায় ভারতীয় সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক, অহিংস, সহিষ্ণু এবং বহু (সংস্কৃতি) মাত্রিক ও গ্রাম নির্ভর। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে

ভারতের পক্ষে কল্যাণকর ও ফলপ্রসু হবে অরাষ্ট্রীয় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।[৩] গান্ধী সম্পাদিত Harijan, Young India প্রভৃতি পত্রিকায় তার অসংখ্য সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, প্রবন্ধাদি, সাক্ষাৎকার, ভাষণ প্রভৃতি থেকে গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়।[৪]

গান্ধীজীর রাষ্ট্রতত্ত্বে সর্বোদয় ধারণায় সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের ওপর এতবেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা প্রথাগত ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে বিরল। 1940 সালে হরিজন পত্রিকায় বলেছিলেন যে, এই ধরনের আদর্শ অহিংস রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপর নাম হল 'সুশৃঙ্খল নৈরাজ্য'। গান্ধী গবেষক ড. গোপীনাথ ধাওয়ানের মত হল এই আপাত অসম্ভব হতে পারে গান্ধীজী কথিত মধ্যপন্থা অনুসরণ করে যা বিশুদ্ধ অহিংস সমাজের আদর্শ এবং মনুষ্য চরিত্রের বাস্তবতার মধ্যে এক আপোস বা মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করে গড়ে উঠবে গান্ধীজী জ্ঞানদীপ্ত নৈরাজ্য বা রামরাজ্যকেই যার অর্থ হল বিশুদ্ধ নৈতিক কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গণ সার্বভৌমত্ব।[৫]

গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা শুদ্ধ স্বাধীনতা লাভ করা যায়। গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্করা 5 জন সদস্যকে প্রত্যেক বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে থাকে। গ্রামে নারী ও পুরুষ নূন্যতম যোগ্যতার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে থাকে যা কর্তৃত্ব এবং বিচার বিভাগীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয়। গান্ধীজী মনে করতেন এই ধরণের পরিকল্পনার দ্বারা দুর্নীতি ও হিংসা বর্জন করা হবে। রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রের নূন্যতম বিচার ব্যবস্থা বজায় থাকবে, যা স্বরাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাইহোক গান্ধীজী গণতন্ত্রের বিকল্প মডেল হিসেবে গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছিলেন যা কাঠামোগত পরিমাপ প্রতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে।[৬] গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা গ্রাম স্বরাজ যা স্বনিয়ন্ত্রিত এবং স্বশাসিত, সংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচরণের দ্বারা অর্জন করা যায়। গান্ধীজী যে আদর্শ সমাজের চিত্র অঙ্কণ করেছেন তার 5 টি উপাদান আছে—(1) সত্য (Truth) (2) প্রেম (Love) (3) সেবা (Service) (4) সর্বোদয় (Universal Well-being) এবং (5) অহিংসা (Non - Violence)।[৭]

গান্ধীজী আদর্শ স্বরাজ লাভের জন্য সম্পূর্ণ ও ক্রমাগত পারস্পরিকতা এবং সমাজের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণের দ্বারা স্বার্থক হয়ে ওঠে। গান্ধীজী এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, "Swaraj and Ramrajya are one and the same thing...we call a state Ramrajya when both the ruler and his subject are straight forward, when both are pure in heart, when both are inclined towards self-sacrifice,

লেখক পরিচিতি

অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায় - অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কলকাতা এবং বিশিষ্ট গবেষক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন।

দীননাথ মণ্ডল - সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বোলপুর কলেজ। প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

গার্গী সেনগুপ্ত - সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাপড়া বাঙালঝি মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সম্পাদক।

অশোক কুমার গিরি - রাজ্যপোষিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়। প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

স্বরূপ রানা - সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, গড়বেতা কলেজ। প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

সত্যজিত সাহা - গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. চন্দন মণ্ডল - সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বহু গ্রন্থের সম্পাদক।

শুভ্রা দেবনাথ - সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

ড. সৌমেন রায় - সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা ও সম্পাদক।